দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 APR 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কমিশনের বিরোধিতা করার অর্থ কওমী শিক্ষার স্বীকৃতি বানচাল করা কমিশনের ১৫ জনের ১০ জনই বেফাকের

-পৃথক বিবৃতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমগণ

স্টাফ রিপোর্টার : কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের বিরোধিতাকারীদের গঠিত কমিশন প্রত্যাখ্যান করার অর্থ কওমী শিক্ষার স্বীকৃতি বানচাল করা। তারা বলেন, বেফাকের সময়ক্ষেপণের কারণে আগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছতে দীর্ঘ ৩ বছর সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে। আর এ বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে অন্য কয়েকের স্বার্থ রক্ষা না হওয়া।

১৯ জন বিশিষ্ট আলেমের বিবৃতি

ঢাকা ও টঙ্গী এলাকার ১৯ জন আলেম ও মাদ্রাসা প্রধান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বিগত ১৯ এপ্রিল ২০০৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যমুনা ভবনে ৬২ সদস্যের কওমি উলামায়ে-কেরামের এক বৈঠকে কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর কমিশনের নামের তালিকা তৈরির জন্য বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ও ৪টি বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া গওহরডাঙ্গা, আযাদ দীনি এদারায়ে তালীম, সিলেট, এত্তেহাদুল মাদারিসিল আরাবিয়া, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গ তানযিমুল মাদারিস, বগুড়া)-এর সাথে অসংখ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তখন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন বারবার চেষ্টা করেও বেফাক থেকে নামের তালিকা নিতে পারিননি। বেফাকের আজ আমেলা, কাল শুরা, পরশু সাব-কমিটির মিটিং-এর কথা বলে ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেনি বেফাক। অথচ সম্মিলিত বোর্ড যমুনা ভবনেই তাদের তালিকা পেশ করতে চেয়েছিল। অতঃপর, পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও আল্লামা মুফতি রুহুল আমীন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে গত ৩ মার্চ ২০১২ ঢাকায় হজ ক্যাম্পে দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়েকেরামের সাথে মতবিনিময় করেন। অতঃপর গত ১০ মার্চ ২০১২ তারিখে হাটহাজারী মাদরাসায় আল্লামা আহমদ শফীর সাথে বৈঠক করেন। এরপর ১৯ মার্চ ২০১২ বসুন্ধরা মাদরাসায় সম্মিলিত কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সাথে বৈঠক করেন। অতঃপর ২১ মার্চ বারিধারা মাদরাসায় ও ৫ এপ্রিল ২০১২ ফরিদাবাদ মাদরাসায় বেফাকের সাথে বৈঠক করেন। সর্বশেষ ৮ এপ্রিল ২০১২ হাটহাজারী মাদরাসায় বেফাকের কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে বৈঠক করে ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করলে প্রধানমন্ত্রী তা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন এবং পেশকৃত ১৫ সদস্যের তালিকার ১০ জনই বেফাকের সদস্য। এমনকি কমিশনের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছেন বেফাকের সভাপতি। তা সত্ত্বেও এ কমিশন প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো কওমি সনদের স্বীকৃতি বানচাল করা।

বিবৃতিদাতা উলামায়ে কেরাম হলেন : মুফতি মোঃ নোমান- মুহতামিম, বনানী কড়াইল টি এন্ড টি কলোনি মাদরাসা মুফতি মাসুদ আহমদ- মুহতামীম, আল আমীন মাদরাসা, সাভার মুফতি রেজাউল ইসলাম- মুহতামিম, দারুল উলূম মিরপুরসহ অন্যান্য ১৬ জন।

৫১ জন আলেম

বহু প্রতীক্ষিত কওমি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে বর্তমান সরকারের ঘোষিত কমিশন নিয়ে মহল বিশেষের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য এবং ঐতিহ্যবাহী কওমি বোর্ড বেফাককে ব্ল্যাকমেইল করে সুবিধাভোগীদের কমিশন প্রত্যাখ্যানের নাটক প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় কওমি মাদরাসার ৫১ জন বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা বলেন, তারা যেসব আলেমদের নাম ব্যবহার করে বিবৃতি প্রদান করছে তারা অনেকেই এসব কর্মকাণ্ডের সমর্থক নয়। প্রতারণামূলকভাবে তাদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তারা সকলেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যারা কমিশন গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ওঠেপড়ে লেগেছে তারা কওমি মাদরাসায় একক প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত নয়।

বিবৃতিদাতা আলেমরা হলেন : মুফতী আবুল কাসেম, মুহতামিম, আশরাফুল উলুম মাদরাসা খুলনা। মুফতী ইমরান, মুহাদ্দিস, আশরাফুল উলুম মাদরাসা খালিশপুর, খুলনা। জিএম ইমদাদুল হক, পরিচালক, আদর্শ মাদরাসা এন্ড স্কুল, বাগমারা খুলনা। আলহাজ্ব মাওলানা দীন ইসলাম, মুহাদ্দিস, বাগমারা মাদরাসা, খুলনা। মুফতী আমানুল্লাহ, ভাইস প্রিন্সিপাল, খাদিজাতুল কুবরা মাদরাসা, খুলনা। মাওলানা মোজাফ্ফর হোসাইন, সিনিয়র মুদাররিস, দারুল উলুম, খুলনা। মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন, ভাইস প্রিন্সিপাল, জাকারিয়া [illegible] উলুম সেনহাটি, খুলনা। মুফতী মুনীর, মুহতামিম, চন্দ্রিমহল দিঘলিয়া, খুলনা, মাওলানা জমিরুদ্দীন, মুহতামিম, হাজীগ্রাম মাদরাসা, খুলনা, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কাসেমী, মুহতামিম, জামিয়া মাদানিয়া, খুলনা, শাইখুল হাদীস আসআদ আল হাসাইনী, খতীব ও ইমাম, মিরবাগ জামে মসজিদ ঢাকা প্রমুখ।